ভোরের কাগজ

তারিখ ... ... MAR. 1 1 2000 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

১৬।

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা ২০০০

নকল প্রতিরোধে চাঁদপুরে ১৪টি ভিজিলেন্স টিম

ফারুক আহম্মদ, চাঁদপুর থেকে : সারাদেশে যখন এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় নকলের মহোৎসবের খবরে সচেতন মহল উদ্বিগ্ন তখন চাঁদপুর জেলায় নকল প্রতিরোধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে সরকারি প্রশাসন, শিক্ষক, অভিভাবক, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক এবং তাদের সঙ্গে সাধারণ জনগণও। ইতিমধ্যে সুষ্ঠু ও নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসন ১৪টি ভিজিলেন্স টিম গঠন করেছেন। টিমগুলো প্রতিনিয়ত জেলার ২২টি এসএসসি এবং ৬টি দাখিল পরীক্ষার কেন্দ্র পরিদর্শন করছে।

জানা গেছে, একেকটি টিমে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে দুজন সরকারি-বেসরকারি কলেজের শিক্ষক, একজন কিংবা দুজন সাংবাদিকসহ কমপক্ষে ছয়জন সদস্য থাকছেন। টিমের তৎপরতার কারণে জেলার ঝুঁকিপূর্ণ অর্থাৎ নকলের জন্য খ্যাতি রয়েছে এমন কেন্দ্রগুলোতেও পরীক্ষা এবার পরিচ্ছন্ন হচ্ছে তুলনামূলকভাবে বেশি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মতলবের বদরপুর, ছেঙ্গারচর, নাওরী, নারায়ণপুর, কচুয়ার পালাখাল, ফরিদগঞ্জের গল্লাক, চান্দ্রা এবং শাহরাস্তি, হাইমচর ও চাঁদপুর সদরের ফরাক্কাবাদ, বাবুরহাটসহ বেশ কয়টি মাদ্রাসা কেন্দ্র। ভিজিলেন্স টিমের সদস্যরা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সহায়তায় প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর দেহ তল্লাশি করে নকল উদ্ধার করে থাকেন।

এ ধরনের ব্যবস্থা আগে কখনো না থাকায় পরীক্ষার্থীরা হল পরিদর্শকদের হাতে স্বেচ্ছায় নকল তুলে নিতে চাইতো না। কিন্তু টিম গঠন হওয়ার পর হতে নকল আনার প্রবণতা এবার কমে গেছে। যারা আনছে তারাও কোনোমতে রেহাই পাচ্ছে না। বহিরাগতদের সঙ্গে নিয়ে বহিষ্কৃত ছাত্ররা কেন্দ্রে হাঙ্গামা সৃষ্টি করা, বাইরে জটলা পাকানো বা বাইরে থেকে নকল সরবরাহ করা এমনকি প্রশ্নপত্র বাইরে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য এ পর্যন্ত জেলার কোনো কেন্দ্রে চোখে পড়েনি। নকলের দায়ে যাকে কেন্দ্র থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে তার খাতা ছাড়িয়ে নিতে বিশেষ কোনো তদবিরও নেই। জেলার একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর নিকটআত্মীয়ের ছেলেও নকলের দায়ে বহিষ্কৃত হয়েছে।